দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...02 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষাঙ্গনে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষদে ভর্তি পরীক্ষায় বিগত বছরগুলোর মতো এবারও মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। ভর্তির তথ্য ও নির্দেশাবলী (১৯৯১-৯২) অনুযায়ী ২৮ গ(৩) নং ধারায় দেখা যায় বিজ্ঞান বিভাগ হতে আগত কলা অনুষদে ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীগণকে ইংরেজী, বাংলা এবং সাধারণ বিজ্ঞান/মনোবিজ্ঞান অথবা ভূগোল-এ পরীক্ষা দিতে হবে। আবার ২৯ ক নং এবং ৩১নং ধারায় যথাক্রমে দেখা যায় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পঠিত বিষয় না থাকলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে ভর্তির জন্য বিবেচিত হতে হবে এবং মূল ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের তালিকায় উল্লেখ্য যে, বাংলা, ইংরেজী, আরবী, ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের মূল ও সংশ্লিষ্ট বিষয় যথাক্রমে বাংলা, ইংরেজী, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ। অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজী, আরবী, ইসলামিক স্টাডিজ ইত্যাদি বিষয়ে যে যে বিষয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে সে বিষয়ে অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। এ ধরনের বিভ্রান্তিকর ও অস্পষ্ট শর্তাবলীর কারণে মাদ্রাসার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র/ছাত্রীরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। ফলে যারা আরবী কিংবা ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক, তারা আরবী, ইসলামিক স্টাডিজ এবং অন্য আরেকটি বিষয় যেমনঃ বাংলা (প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত)সহ মোট তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা দেয়। লক্ষণীয় যে, ২৮ গ(৩) নং ধারা কেবলমাত্র কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র/ছাত্রীদের বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে কারণ তাদের কলা বিভাগের কোন বিষয় পড়া নেই। কিন্তু মাদ্রাসার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র/ছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয়সমূহের পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী, আরবী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভিন্ন বিষয় পড়েছে সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়।

উল্লেখ্য, বিগত বছরগুলোতে এরূপ পরীক্ষা দিয়ে মাদ্রাসার বিজ্ঞান বিভাগ থেকে আগত ছাত্র/ছাত্রীরা আরবী ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু এবার ভাল পরীক্ষা দেওয়ার পরও বিভ্রান্তিকর শর্তাবলীর কারণে তাদের (মাদ্রাসার বিজ্ঞান বিভাগ থেকে আগত ছাত্র/ছাত্রীদের) ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। তাই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সূক্ষ্মভাবে বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য বিজ্ঞ কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

—মুহাম্মদ আলী হোসাইন